তারিখ ২৬ FEB 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি!

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উঠেছে। সাধারণত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো আবেদনকারী প্রার্থী প্রাথমিক শর্ত পূরণ না করলে তাঁর আবেদন বাতিল বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টরের দায়িত্বরত একজন সহকারী অধ্যাপকের স্ত্রী অস্থায়ী প্রভাষক পদের প্রাথমিক শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও তাঁকে মৌখিক পরীক্ষায় মনোনীত করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

শর্ত পূরণ না করেও ভাইভায় অংশগ্রহণ করা ওই প্রার্থীর নাম ড. জিনিয়া ইসলাম। অস্থায়ী প্রভাষক পদে আবেদনকারী আটজনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এর মধ্যে সর্বশেষ (আট নম্বর) সিরিয়ালে আছেন তিনি। জিনিয়া ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. শরিফ হোসেইনের স্ত্রী। শরিফ হোসেইন বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর হিসেবে দায়িত্বরত আছেন।

২০১৫ সালের ১৭ আগস্ট একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের অস্থায়ী প্রভাষক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা হিসেবে বলা হয়, 'এমপিএইচ ডিগ্রিসহ এমবিবিএস এবং পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। অথবা স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়ে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে সিজিপিএ এবং জিপিএ কমপক্ষে ৩.৫০ (৪.০০ স্কেলে) এবং পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস, পরিসংখ্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান, নিউট্রিশন এবং হেলথ ইকোনমিকস বিষয়ে সিজিপিএ এবং জিপিএ কমপক্ষে ৩.৬০ (৪.০০ স্কেলে) থাকতে হবে।' কিন্তু জানা গেছে, ড. জিনিয়া ইসলাম বায়োটেকনোলজি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও পিএইচডি এবং বায়োকেমিস্ট্রি বিষয়ে স্নাতকোত্তর করা সত্ত্বেও তাঁকে ভাইভার জন্য মনোনীত করা হয় ও গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর ভাইভাও নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানার জন্য ড. জিনিয়া ইসলামের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. রুহুল ফোরকান সিদ্দিককে গতকাল বিকেলে ও সন্ধ্যায় একাধিকবার ফোন করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের সঙ্গে যোগযোগের জন্য এই প্রতিবেদক গতকাল দুপুরে প্রশাসনিক ভবনে যান। কিন্তু পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিকস বিভাগের ভাইভা চলতে থাকায় উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যারা শর্ত পূরণ করেছে তাদেরই ভাইভাতে ডাকা হয়েছে। এর বাইরে কিছু হয়ে থাকলে আমার জানা নেই।' স্বজনপ্রীতির অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বলেন, 'সব কাজ সার্কুলার অনুযায়ী করা হয়েছে, আর এতে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন।'